কৃতজ্ঞতাস্বীকার

একক প্রচেষ্টায় কোন সাফল্য আসে কিনা জানি না, তবে আমার এই দুর্বল প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন এমন একাধিক গুণীজন ও সাহায্যকারী যাঁদের নামোল্লেখ এখানে না করলে ভারি অন্যায় হবে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাড়ে চার বছরের ফেলোশিপ (নির্বাচিত বিষয়: আধুনিক বাংলা কবিতা) দিয়ে বাধিত করেছেন। সাহায্য পেয়েছি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী, ন্যাশনাল লাইব্রেরী(কলকাতা), সেন্টার ফর সোশ্যাল সায়েন্সেস এ্যান্ড রিসার্চেস(কলকাতা) এবং আরও কয়েকটি স্থানীয় লাইব্রেরীর। প্রসঙ্গত স্মরণ করতে হয় বিশ্ববিদ্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রবীন্দ্র-ভবন' ও সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর আনুকূল্যের কথা। শেষোক্ত লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান মহাশয় 'প্রগতি' সংকলন উদ্ধার করে এবং উদ্ধারকারী জনৈক কর্মীকে সেদিনের মত ছুটি দিয়ে যে বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত রাখেন তা আমার কাছে এক অমূল্য অভিজ্ঞতা। এই সুযোগে তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার বিষয় নিয়ে প্রাথমিক আলোচনায় শ্রী ধনঞ্জয় দাশের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। নিজস্ব সংগ্রহ থেকে তিনি 'ডাক', 'ইস্পাত', 'অঙ্গীকার' প্রভৃতি পত্রিকার দুষ্প্রাপ্য কয়েকটি সংখ্যা দেখতে দিয়েছেন। পুরনো দিনের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের স্মৃতিচারণা করে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন শ্রী অবন্তী সান্যাল মহাশয়। সেই যুগের অন্যতম সংস্কৃতিকর্মী শ্রী চিন্মোহন সেহানবীশ ও সুধী প্রধান মহাশয়ের কাছেও আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এঁরা দুজনেই তাঁদের নিজস্ব সংগ্রহ থেকে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা দেখতে দিয়েছেন, আলোচনা করেছেন তৎকালীন কমিউনিস্ট কার্যকলাপের, সাহিত্যের তৎকালীন মৌলিক উদ্দেশ্যের। ধনঞ্জয় বাবুর ঘরে আলাপনের জন্যে পেয়েছিলাম কবি তরুণ সান্যালকে। সোচ্চারে তিনি ঘোষণা করলেন, 'আমরা হলাম প্রগতি আন্দোলনের শহীদ কবি।' 'কারণ?' 'কোথাকার কোন্ কবি নয়, নেতা, এসে বললেন, ওহে কবি, কলমকে অস্ত্র বানাও, আর অমনি না-বুঝে না-জেনে আমরা অস্ত্র বানিয়ে ফেললাম, এই তো? ঐ অস্ত্রে মরুক না মরুক যে বানায় তারই গলা কাটে। এই কি কবির কাজ? কবির কি নিজস্ব দৃষ্টি নেই? তিনি চলমান জীবনপ্রবাহ সম্পর্কে কি একেবারেই অর্বাচীন?' বললেন, 'লোরকাকে অস্ত্র তুলে নেবার জন্যে কি কোন রাজনৈতিক নেতার মুখাপেক্ষী হতে হয়েছিল, নাকি লোরকা ছিলেন তাত্ত্বিক কমিউনিস্ট?' আমার জিজ্ঞাসা এইভাবেই অগ্রসর হতে চাইছিল, কিন্তু অস্পষ্টতা ও ভাবাবেগের দরুন তা ব্যাহত হচ্ছিল। তরুণ সান্যালের এমন নির্ভীক উচ্চারণ আমার সিদ্ধান্তকে অনেকখানি সাহস দিয়েছে।

আমার নির্দেশক অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদার মহাশয়ের কাছেও আমি বিপুলভাবে ঋণী। আমার প্রতিটি বক্তব্য অখন্ড মনোযোগের সঙ্গে তিনি শুনেছেন, প্রয়োজনে আলোচনা করেছেন, তর্কের সুস্থ পরিবেশ তৈরি করে দিয়ে তিনি আমার স্বাধীনতাকে বহুদূর অবধি প্রসারিত করে দিয়েছেন। এসবই লৌকিক কর্তব্যের ফল নয়, আন্তরিক স্নেহের পরিণাম। বিভাগীয় অধ্যাপক পুলিন দাসের কাছেও আমি সমানভাবে ঋণী। আমার তাত্ত্বিক

জিজ্ঞাসার উৎসমুখ, বলা যায়, তিনিই খুলে দিয়েছেন।

গণীবাবুও অনেকের কাছে। এখানে সবার নামোল্লেখ সম্ভব নয়। তবুও, দুজনের নাম এখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। আমার অগ্রজ শ্রী সীতারাম সাহা এবং আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় শ্রী মন্মথ চৌধুরী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার [illegible] সময় যে আন্তরিক সাহায্য, সহানুভূতি ও সম্বল দিয়ে আমাকে দুরবস্থার মোকাবিলায় উৎসাহিত করেছিলেন তাতে এ কথা মনে করবার সঙ্গত কারণ আছে যে, তাঁদের উদার দাক্ষিণ্য ছাড়া আমার গবেষণা-কর্ম কোন বাস্তব পরিণতি পেত না। আমার গবেষণা-কর্ম তাই তাঁদের উদ্দেশে নিবেদিত হল। --

২০.৪.৮৭
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
(রাজা রামমোহনপুর)
দার্জিলিং — ৭৩৪৪৩০